দৈনিক
ইত্তেফাক

28 APR 203

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ প্রশ্নে তীব্র মতভেদ

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদে শিক্ষক নাকি শিক্ষা বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করবেন-এই নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে। গতকাল রবিবার একই সময়ে পৃথক

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ক্ষেত্রে

(প্রথম পৃঃ পর)

দু'টি সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করা হয়েছে। শিক্ষা ভবনের সামনে পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষক সমাবেশে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা বলেছেন, শিক্ষার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অতীতের মত সরকারী কলেজের শিক্ষকরাই দায়িত্ব পালন করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ইস্কাটনস্থ বিয়াম মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ আয়োজিত এক সেমিনারে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেছেন, প্রশাসনিক পদ শিক্ষকদের পদ নয়। শিক্ষকরা ক্লাস নেবেন, বই লিখবেন, গবেষণা করবেন। অথচ তারা আমলা হতে চান, এটা দুঃখজনক। একই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেছেন, প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে যোগ্যতম স্থানে বসাতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে, সেটা সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পর্যায় থেকে আসতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষাঙ্গনের বেশীর ভাগই হচ্ছে বেসরকারী পর্যায়ে এবং দেশে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী শিক্ষকদের বেশী অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, একই সময়ে অনুষ্ঠিত দু'টি পৃথক সমাবেশ ও অনুষ্ঠানের চিত্র ছিল ভিন্ন রকম। শিক্ষা সচিব যখন শিক্ষকদের প্রশাসনিক পদে না আসার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করছিলেন তখন কাকতালীয়ভাবে শিক্ষা ভবনের পাশে সরকারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দ তার পদত্যাগের দাবিতে শ্লোগান দেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদ সংখ্যা হল ৩৬১। সরকারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দই মূলতঃ এইসব পদে নিয়োগ পেয়ে আসছেন। সম্প্রতি এই ক্ষেত্রে শিক্ষা বহির্ভূত ১৪০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।